

কে হায় হৃদয় খুঁড়ে

ভজন সরকার

(২)

ভালবাসা ছাড়া এ অক্ষমের আর কোন ক্ষমতাই নেই। হ্যাঁ নেই - আক্ষরিক অর্থেই নেই। নেই ফিরে যাওয়ার সাহস। নেই ফিরে পাওয়ার সাহস। আর ইচ্ছে করলেই কী ফেরা যায়? হাত বাড়ালেই -মন বাড়ালেই কী পত পত করে ক্যালেন্ডারের উলটে যাওয়া পাতাগুলো ফেরানো যায় নিজের জায়গায়? ধূসর হয়ে আসা ঝাপসা স্মৃতিগুলো আর কী তেমন ভাবে নাড়িয়ে দেয় মনকে? এক সূর্যোদয়ে যাকে পেয়েছিলাম ভোরের শিশিরে - বেলা বাড়ার সাথে সাথে রোদের উত্তাপে নেই তার সেই জ্যোতি। আর এখন তো দ্বিপ্রহর। মনটাও যেনো কেমন শুকিয়ে গেছে বাস্তবতার প্রখর রোদে। ভোরের শিশিরে যে পিছলে গেছে নরম হাত থেকে, তাকে আবার ধরার চেষ্টা করবো কোন সাহসে?। ব্যথার পাথরকে অযথা নাড়িয়ে নিয়ে কষ্ট পেয়ে ফল কী? তার চেয়ে অক্ষমের সীমাহীন ক্ষমতা নিয়েই থাকা ভাল। আর আমিও তাই ভাল থাকি ভাল থাকার প্রবল ইচ্ছায়। হাতড়ে বেড়াই স্মৃতির জঞ্জাল। খুঁড়ে খুঁড়ে বেড় করে আনি ব্যথার নুড়ি।

আজ কাল যে কী হয়েছে? ছুটির দিনের রাতগুলোতে এক নেশায় চেপে ধরে। ল্যাপটপের মনিটরে চোখ রাখি ভোর রাত অবধি। পুরোনো নেশাগুলো আবার খুঁচিয়ে তাজা করি। ইউ টিউব থেকে নামিয়ে আনি সত্যজিৎ রায়ের সিনেমাগুলো- পুরানো দিনের সিনেমাগুলো। কি বিচিত্র নেশায় পেয়ে যায় আমাকে। রাত গড়িয়ে ভোর হয়ে যায়। প্রতিটি শুক্র আর শনিবার যেনো স্মৃতি হাতড়ে বেড়ানোর রাত। উত্তম -সূচিদ্রাকে কী সহজেই পেয়ে যাই ড্রইং রুমে। পথের পাঁচালি থেকে অপূর সংসার এক আত্মমুগ্ধতায় আবিষ্ট করে রাখে আমাকে। অথচ এককালে কত কষ্ট করেই না দেখেছি এসব সিনেমাগুলো।

এবার সুশান্তকে খুঁজেছি খুব কোলকাতায়। ঢাকা কলেজের আমার বন্ধু সুশান্ত। আমার বন্ধুদের মধ্যে ওই বাবাকে চিঠি লিখতো ইংরেজিতে কলেজ হোস্টেল থেকে। একবার বাবাকে বললাম সে কথা বাড়ি গিয়ে। বাবা বললেন, “আগে বাংলাটাই ভাল করে শেখো। তার পর নয় বিদেশী ভাষাটা শিখে নিতে পারবে।” সুশান্তের উৎসাহ সত্ত্বেও তাই আর ইংরেজী কসরত করা হয় নি তখন আমার। করলেই হয়তো ভাল হতো আজকে। অষ্টপ্রহর যখন ইংরেজীর সাথে বসবাস। ভবিষ্যতেও যখন বাংলা বিবর্জিত মূল্যকেই থাকতে হবে। প্রজন্মের ভাষাও হয়তো একদিন ইংরেজীই হবে। যতই আত্মঘাতী - যতই বেদনার হোক না কেনো এ উপলব্ধি। এ থেকে বেড়িয়ে আসার কোন উপায় আছে কী কোন প্রবাসী বাঙালীর? ভালবাসি এখনো- স্বপ্ন দেখি এখনো আমার প্রজন্ম যেনো থাকে বাঙালী হয়ে। আমার প্রজন্ম যেনো বাড়ে বাঙালী হয়ে। আমার প্রজন্ম যেনো বাংলায় কথা কয়। আমার প্রজন্ম যেনো বাংলায় গান গায় - বাঙালীর গান গায়। অথচ বুকের ভেতরটা কেঁদে ওঠে দ্বিতীয় প্রজন্মের যে কোন ছেলে মেয়েকে দেখেই।

সুশান্ত -আমার সেই বন্ধু টি বাংলা সিনেমা পই পই খবর রাখতো সব সময় । সাথে জুটলাম আমিও । আর তখন ভারতীয় পুরানো দিনের সিনেমা দেখানো হতো এক মাত্র বি ডি আর পিলখানায় । ক্লাশ শেষ করেই আমরা প্রায়শঃই ছুটে যেতাম বি ডি আর পিলখানা সিনেমা হলের দিকে । ঢাকা কলেজ আর নিউমার্কেটের মাঝখানে বিস্তর বস্তি এলাকা । তার পাশ দিয়ে আর্ট কলেজের হলের পাশ ঘেষে ভাই ভাই হোটেলের সামনে দিয়ে ইরাকী গোরস্তানের পুকুর আর মাঠ পেরিয়ে নিউ পলটনের এদো গলি পেড়িয়ে সোজাসুজি পাড়ি দিতাম পিলখানা সিনেমা হলে। ফেরার পথে ভাই ভাই হোটেল থেকে খেয়েই ফিরতাম অধিকাংশ দিন । কারণ, ততক্ষনে মোল্লার হোটেলের ঝাপি বন্ধ হয়ে গেছে । সুচিত্রা সেনের প্রেমে মন ভরলেও পেট তো ভরবে মোল্লা ভাইয়ের খাবারেই ।

কাকতালীয় ভাবে এবার যখন আমি কোলকাতা ,আমার স্বপ্নে দেখা রাজ কন্যা “সুচিত্রা সেন ” তখন বেল ভিউ নার্সিং হোমে । আর তখন জানলেম আমার বন্ধু সুশান্তও কোলকাতাতেই কোন এক নার্সিং হোমেই চিকিৎসক । কে জানে , সুচিত্রা সেনকে দেখার সৌভাগ্যটুকু সুশান্তের হয়েছিলো কিনা । হলেও কী সেই সাগরিকা , সপ্তপদী, শাপমোচন ,আর হারানো সুরের সুচিত্রা সেনকে খুঁজে পাবে সুশান্ত ? স্বপ্নের প্রতিটি বাঁকে বাঁকে এক সময় থাকতো যে সুচিত্রা সেন তাকে ফেরানো যাবে কী আজকের সুচিত্রা সেনকে দেখে ? স্বপ্ন ভংগের বেদনা থেকে সুশান্তের মতো কোটি বাঙালীকে রেহাই দিতেই হয়তো সুচিত্রা সেন অবগুষ্ঠনে ঢেকে রেখেছেন নিজেকে । তাই তো আজও সুচিত্রা সেনের অসুস্থতার সংবাদে থমকে যায় বাংলার ইলেকট্রনিক মিডিয়া । আজো প্রতিটি বাংলা সংবাদ পত্রের লিড নিউজ অসুস্থ সুচিত্রা সেন । কে থামায় তাকে কালের ব্যবধানে? কে থামায় তাকে জনপ্রিয়তায় ? এতো বছর পরেও এতটুকু জমে নি ধুলো স্মৃতির এ্যালবামে ।

কমিউনিষ্ট রাশিয়ার বিমান সংস্থার বিমান “ এরোফ্লাট ” -মিস করে তখন প্রচন্ড অনিচ্ছা সত্ত্বেও বুয়েটে ক্লাশ শুরু করেছি । প্রায় অনেক বছর বাদে সুশান্তকে আবিষ্কার করলাম পুরানো ঢাকার পাতলা খান লেনের এক ভিডিও দেখার প্রায়- অন্ধকার ঘরে । চাটাইয়ের ওপর বসে আমারই সামনে “ গান্ধী “ ছবি দেখছে সুশান্ত । সুশান্ত তখন মিটফোর্ড মেডিক্যাল কলেজের উঁচু ক্লাশের ছাত্র । সুশান্ত তখন পরিচিত নাম আশীষ-সুশান্ত নামে ফার্মাকোলজির বই লিখে । আর ব্যক্তি সুশান্ত তখন প্রিয় সহপাঠি আশীষের অকাল মৃত্যুতে চরম ভাবে বিধবস্ত । তখন অবশ্য খুঁজে পেয়েছে সহপাঠি সুচিত্রা সেনকে । তাই নিয়েই কেটে যায় ওর দিন রাত্রি ভাললাগায়- ভালবাসায় । বুড়িগঙ্গায় আমিও কতদিন কাটিয়েছি ওদের সাথে । কিংবা মিটফোর্ড মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের ছাদে কেটে গেছে কত সন্ধ্যা প্রিয় বন্ধুর সান্নিধ্যে । বিষয় সেই পুরানো দিনের ছবি- সেই সুচিত্রা সেন ।

ভাললাগা ভালবাসার মতোই এক সীমাহীন নেশা । যত পুরানো হয় - আকর্ষণ বাড়ে মাদকতায় । যত সময় বাড়ে -সমৃদ্ধি বাড়ে আভিজাত্যে । সুচিত্রা সেন যেনো আজো সেই ভাললাগার অফুরাণ নেশা !

(চলবে)

।। নভেম্বর ১০, ২০০৭। লেক সুপিরিয়র । কানাডা ।।

sarkerbk@yahoo.com